রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

সঞ্চয় ও পরিকল্পনা শাখা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ ভাদ্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১৮ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৮.০৩৬.০১৪.০০.০০৩.২০০৪-১২৮**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার The Public Debt Act 1944 (Act No. XVIII of 1944) এর ২৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন ঃ**

(ক) এই নীতিমালা বাংলাদেশ সরকার ইসলামী বিনিয়োগ বন্ড (ইসলামী বন্ড) নীতিমালা-২০০৪ (সংশোধিত-২০১৪) নামে অভিহিত হইবে এবং উহা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবেঃ—

(১) ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখা রহিয়াছে এইরূপ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণ ইসলামী বন্ড ক্রয় অথবা ধারণ করিবে।

(২) বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সরকার মনোনীত প্রতিষ্ঠান যাহারা ইসলামী বন্ড এর বিক্রয়লব্ধ টাকা গ্রহণ এবং বিনিয়োগ করিবে।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(৩) ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখা রহিয়াছে এইরূপ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ যে সকল প্রতিষ্ঠান ইসলামী বন্ড এর বিক্রয়লব্ধ তহবিল ব্যবহার করিবে।

(খ) এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা ঃ** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়—

(ক) ইসলামী বন্ড বলিতে বাংলাদেশ সরকার ইসলামী বিনিয়োগ বন্ড বুঝাইবে, যাহা ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক প্রবর্তিত হইবে। "ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক" সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে উহা ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(খ) "সরকার" বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বুঝাইবে।

(গ) "ধারক" বলিতে এমন প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহারা ক্রেতা অথবা হস্তান্তর গ্রহিতা হিসাবে ইসলামী বন্ড ধারণ করিবে।

(ঘ) "ব্যবহারকারী" বলিতে সরকার, ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখা রহিয়াছে এইরূপ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক যোগ্য ঘোষিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে, যাহারা ইসলামী বন্ড এর বিক্রয়লব্ধ তহবিল ব্যবহার করিতে পারিবে।

(ঙ) "ইস্যুকারী অফিস" বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সেই অফিসকে বুঝাইবে যেখান হইতে ইসলামী বন্ড ইস্যু করা হইবে।

(চ) "পরিশোধকারী অফিস" বলিতে ইসলামী বন্ড এর নগদায়নকৃত মূল্য ও মুনাফা পরিশোধকারী বাংলাদেশ ব্যাংক এর অফিসকে বুঝাইবে।

৩। (ক) **ইসলামী বন্ড ক্রয়ের যোগ্যতা ঃ**

(১) এই নীতিমালার অধীনে ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক লাভ-ক্ষতি গ্রহণে সম্মত বাংলাদেশে নিবাসী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগণ এই বন্ড ক্রয়ের যোগ্য হইবে।

(২) কোন অনিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপরে বর্ণিত ৩(ক)(১) ধারায় উল্লিখিত শর্তে আয় গ্রহণে সম্মত হইলে তিনি/তাহারাও এই বন্ড ক্রয়ে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে অনিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে বাংলাদেশের যে কোন ব্যাংকে রক্ষিত অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি হইতে এই বন্ডের ক্রয়মূল্য পরিশোধিত হইবে।

(খ) নিলামে অংশগ্রহণের যোগ্যতা ঃ বন্ডের নিলামে শুধুমাত্র ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখা রহিয়াছে এইরূপ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। ৩(ক)(১) ও (খ) ধারায় উল্লিখিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বর্ণিত ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

৪। **ইসলামী বন্ড এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ**

(ক) (১) ইসলামী বন্ড ১ লক্ষ টাকা বা ইহার গুণিতক মূল্যমানের অভিহিত মূল্যে ৩ মাস এবং ৬ মাস মেয়াদে বিক্রয় করা হইবে।

(২) ইসলামী বন্ড উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে Profit Sharing Ratio (PSR) এর ভিত্তিতে ইস্যু করা হইবে এবং নিলামের নিয়মাবলী সময় সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সরকার শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিশেষ উদ্দেশ্যে (Restricted) সুনির্দিষ্ট খাত বা সম্পদভিত্তিক বিভিন্ন মেয়াদী ইসলামী বন্ড উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে Profit Sharing Ratio (PSR) এর ভিত্তিতে ইস্যু করিতে পারিবে এবং নিলামের নিয়মাবলী সময় সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(খ) যে সকল প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি ইসলামী বন্ড ক্রয়ে যোগ্য তাহাদের মধ্যে এই বন্ড হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং ইস্যু অফিসের রেকর্ডপত্রে হস্তান্তর ও বন্ধকের লিয়েন যথাযথভাবে চিহ্নিত করার পর বিনিয়োগের বিপরীতে জামানত হিসাবে এই বন্ড বন্ধক রাখাও যাইতে পারে; ইস্যু অফিস ইসলামী বন্ড স্ক্রিপ এর পিছন পৃষ্ঠায় হস্তান্তর ও লিয়েন চিহ্নিত করিবে। নীতিমালার ৫(খ) ধারা মোতাবেক স্ক্রিপবিহীন বুক এন্ট্রি ফরমে রক্ষিত ইসলামী বন্ড হস্তান্তর ও লিয়েনের ক্ষেত্রে ইস্যু অফিসে সংশ্লিষ্ট সাবসিডিয়ারী জেনারেল লেজার (SGL) হিসাবে রেকর্ডভুক্ত করিবে।

(গ) ইসলামী বন্ড ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণের আবশ্যকতা বা স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রিকয়ারমেন্ট (SLR) পূরণযোগ্য সম্পদ হইবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় যেইরূপ প্রযোজ্য হইতে পারে তদরূপ আয়কর কর্তনের শর্তে মেয়াদ পূর্তিতে ইসলামী বন্ড এর মুনাফা নগদায়নকৃত অভিহিত মূল্যের সাথে প্রদেয় হইবে।

(ঙ) বিধি এর ৭(খ) ধারা অনুযায়ী মেয়াদ পূর্তিতে ইসলামী বন্ড এর ধারককে সাময়িক হারে মুনাফা পরিশোধ করা হইবে। সাময়িক মুনাফা পরিশোধের সময় সংশ্লিষ্ট বন্ডের মেয়াদ পূর্তির পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত পূর্ববর্তী বা চলতি (যাহা প্রযোজ্য) পঞ্জিকা বৎসরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ইসলামী বন্ড ফান্ড কর্তৃক অর্জিত গড় মাসিক সাময়িক মুনাফার হার বিবেচনা করা হইবে।

(চ) ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখা রহিয়াছে এইরূপ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ধারণকৃত ইসলামী বন্ড ব্যবহারের মাধ্যমে তাহাদের নিজেদের মধ্যে অথবা ইসলামী বন্ড ফান্ডের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শরীয়াহ্ মোতাবেক নীতিমালা অনুসরণপূর্বক রেপো করিতে পারিবে।

৫। ইসলামী বন্ড ইস্যু পদ্ধতি ঃ

(ক) নিলামের মাধ্যমে ইসলামী বন্ড ইস্যু করা হইবে। নিলাম অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ১০ (দশ) দিন পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক নিলাম নোটিশ জারি করিবে এবং বিড ফরমসহ তাহা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বরাবর প্রেরণ করিবে। যোগ্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিলামের নির্দিষ্ট তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অফিসে বিড ফরম দাখিল করিবে। নিলামে সফল ঘোষিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি হিসাব বিকলন করিয়া বন্ডের ক্রয়মূল্য (অভিহিত মূল্য) আদায় করা হইবে। এই ক্ষেত্রে বন্ড ক্রয়ের জন্য দাখিলকৃত বিডকেই বিড দাখিলকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগে পরিচালিত চলতি হিসাব বিকলনের ক্ষমতাপত্র (Authority) হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

(খ) ইসলামী বন্ড ফরম-১ এর নমুনা অনুযায়ী স্ক্রিপ ইস্যু করা হইবে। সাময়িক রসিদ সমর্পণ এবং দরখাস্তের পিছনে প্রাপ্তি স্বীকারের পর বন্ড স্ক্রিপ প্রদান করা হইবে। যে সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাহাদের ক্যাশ রিজার্ভ রিকয়ারমেন্ট (CRR) পূরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত হিসাব সংরক্ষণ করে তাহাদের জন্য কাগজী স্ক্রিপের পরিবর্তে গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল/বন্ডের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে সাবসিডিয়ারী জেনারেল লেজার (SGL) হিসাবে বুক এন্ট্রি ফরমে ইসলামী বন্ড ঐচ্ছিকভাবে লভ্য হইবে।

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের বহিতে সরকারের নামে খোলা স্পেশাল ইসলামী বন্ড ফান্ডস একাউন্টে ইসলামী বন্ড এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা করা হইবে।

৬। **মেয়াদ পূর্তিতে পরিশোধ পদ্ধতি ঃ**

(ক) মেয়াদ পূর্তিতে ইসলামী বন্ড স্ক্রিপ ইস্যু অফিসে উপস্থাপন করিয়া উহার অভিহিত মূল্য ও উহার উপর অর্জিত মুনাফা সরকারের নামে রক্ষিত স্পেশাল ইসলামী বন্ড ফান্ডস একাউন্ট বিকলন (Debit) করিয়া উহার ধারককে পরিশোধ করা হইবে।

(খ) স্ক্রিপবিহীন ইসলামী বন্ড এর সাবসিডিয়ারী জেনারেল লেজার (SGL) এর ক্ষেত্রে অভিহিত মূল্য এবং উহার উপর অর্জিত মুনাফা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত ধারকের চলতি হিসাবে আকলন (Credit) করা হইবে।

(গ) সংঘটিত লোকসানের সকল ক্ষেত্রে লোকসান সমন্বয়পূর্বক স্পেশাল ইসলামী বন্ড ফান্ডস একাউন্ট বিকলন করিয়া বন্ড ধারককে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করা হইবে।

(ঘ) বন্ড ধারক অনিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিদ্যমান বিনিময় হারের বন্ডের রূপন্তরিত মূল্য ও উহার উপর অর্জিত মুনাফার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ৩(খ) ধারায় উল্লিখিত অনিবাসী বন্ড ধারকের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে আকলন করা যাইবে। তবে সংঘটিত লোকসানের ক্ষেত্রে বন্ডের সমন্বয়কৃত মূল্যের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বন্ড ধারকের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে আকলনযোগ্য হইবে।

৭। **ইসলামী বন্ড ফান্ডের বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ**

(ক) ইসলামী বন্ড এর বিক্রয়লব্ধ তহবিল লভ্য হইবে—

(১) ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক/ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনূর্ধ ১৮০ (একশত আশি) দিনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ডিমান্ড প্রমিসরি (ডিপি) নোট গ্রহণ করিয়া;

(২) সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক অন্যান্য ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক অর্থায়ন/বিনিয়োগের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে;

(খ) ব্যবহারকারী ইসলামী ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী বন্ড তহবিল হইতে গৃহীত অর্থের উপর স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত মুনাফার হার (তহবিল গ্রহণকালীন) অনুযায়ী মেয়াদ পূর্তিতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মুনাফা পরিশোধ করিবে ঃ

(১) **৩ মাস** ঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ৩ মাস মেয়াদি স্থায়ী আমানতের ঘোষিত মুনাফার হার এর সমপরিমাণ।

(২) **৬ মাস** ঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ৬ মাস মেয়াদি স্থায়ী আমানতের ঘোষিত মুনাফার হার এর সমপরিমাণ। যদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সমমেয়াদের স্থায়ী আমানত না থাকে তবে উহার নিকটস্থ উচ্চ মেয়াদের স্থায়ী আমানতের হার প্রযোজ্য হইবে।

(খ) (অ) এইরূপে ইসলামী বন্ড ফান্ড হইতে গৃহীত তহবিলের বিপরীতে সাময়িকভাবে প্রদত্ত মুনাফা চলতি পঞ্জিকা বৎসর (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) এর সমাপনীর সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত চূড়ান্ত মুনাফার হার অনুসারে সমন্বয় করা হইবে। যে সকল ইসলামী ব্যাংক, প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামী বাংকিং শাখা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা চূড়ান্ত করিয়া থাকে তাহাদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাসের ঘোষিত মুনাফার হারই বিবেচনাযোগ্য হইবে।

(খ) (আ) উপধারা (খ)(অ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইসলামী বন্ড ফান্ড হইতে তহবিল গ্রহণকারী কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে নিজ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মেয়াদী আমানতের মুনাফার চূড়ান্ত হার ইসলামী বন্ড ফান্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে। অন্যথায় উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিসেম্বর মাসে ঘোষিত সাময়িক মুনাফার হার এবং তহবিল গ্রহণের সময় বিদ্যমান মুনাফার হারের মধ্যে যাহা বেশী তাহা চূড়ান্ত বিবেচনা করিয়া হিসাবায়ণ সম্পন্ন করা হইবে।

(গ) এইরূপ প্রাপ্ত মুনাফা ইসলামী বন্ডের ধারক ও ইসলামী বন্ড ফান্ডের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বন্ডের Profit Sharing Ratio (PSR) অনুসারে বণ্টিত হইবে। পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসরের ৩১ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক উপরোক্ত হিসাবায়ন (Accounting) সমাপনকরতঃ লাভ/ক্ষতির হার চূড়ান্ত করিয়া বন্ড ধারকের হিসাবের সাথে চূড়ান্তভাবে সমন্বয় করিবে। ইসলামী বন্ড ফান্ডের মুনাফার সংরক্ষিত অংশ তহবিল ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহ, উদ্ভূত ক্ষতি মোকাবিলা ও পুনঃ বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

(ঘ) ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখা রহিয়াছে এইরূপ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক যোগ্য ঘোষিত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী বন্ড তহবিল হইতে অর্থ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরম-এ আবেদন করিবে। আবেদনকৃত অর্থ (১) ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখা রহিয়াছে এইরূপ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ডিমান্ড প্রমিসরী নোট প্রদান; (২) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত চুক্তিপত্র যথাযথভাবে স্বাক্ষর এবং (৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হইবে। ইসলামী বন্ড ফান্ড হইতে পূর্বে প্রদত্ত অর্থায়নের বিপরীতে মেয়াদোত্তীর্ণ অর্থ অপরিশোধিত থাকিলে আবেদনকারীকে নূতন করিয়া আর কোন অর্থ মঞ্জুর করা হইবে না।

(ঙ) বিধি-৭(ঘ) মোতাবেক আবশ্যকীয় দলিলপত্রাদি প্রদান করা হইলে মঞ্জুরীকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের বহিতে স্পেশাল ইসলামী বন্ড ফান্ডস একাউন্ট বিকলন করিয়া সংশ্লিষ্ট ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব আকলন করিয়া তাহাদিগকে অবহিত করা হইবে।

(চ) ইসলামী বন্ড ফান্ডস হইতে গৃহীত অর্থের পরিশোধ এবং উহার মুনাফা বাবদ ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে আদায়কৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের বহিতে সরকারের স্পেশাল ইসলামী বন্ড ফান্ডস একাউন্টে আকলন করা হইবে।

৮। ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকৃত বন্ড ঃ

যদি কোন বন্ড ক্ষতিগ্রস্ত, বিকৃত, বিনষ্ট, হারানো বা চুরি হয় তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে ইস্যুকারী অফিস মূল বন্ডে সন্নিবেশিত একই নম্বর, তারিখ এবং অন্যান্য বিবরণাদি উল্লেখ করিয়া ধারককে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যু করিবে।

মোঃ গোলাম হোসেন
সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd